[২০২১] ৮ এস. সি. আর. ৬৭১

ভারত বুশান আগরওয়াল বনাম

কেরল রাজ্য

(২০০৯ সালের ফৌজদারি আপিল নং ৮৩৪)

অক্টোবর ০৬,২০২১

[ইন্দিরা ব্যানার্জি এবং এস. রবীন্দ্র ভাট, বিচারপতিদ্বয়]

কেরালা বন আইন – ধারা ২(চ), ২৭, ৬৯ – আপীলকারীকে বিচার আদালত ধারা ২৭(১)(ঘ) এর অধীনে, ট্রানজিট বিধিগুলির বিধি ৩(iii) বিধি ২৩ এর সাথে পঠিত অনুসারে দোষী সাব্যস্ত করে শাস্তি দেয় – দায়রা আদালত কর্তৃক খালাস – হাইকোর্ট কর্তৃক খালাস বাতিল – আপীলের উপর, ধার্য: প্রশ্নযুক্ত চন্দন কাঠের তেল একটি বনজ পণ্য – তবে, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে ভুল করেছে যে এর জব্দকরণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে বোঝায় যে আপীলকারীর এর অবৈধ প্রকৃতি বা উৎস সম্পর্কে সচেতন জ্ঞান ছিল; অথবা একটি ট্রানজিট পাসের হিসাব দিতে অক্ষমতা বোঝায় যে এটি অবৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল, এইভাবে ধারা ২৭ আকর্ষণ করে – আপীলকারী নথি সরবরাহ করেছে যা ব্যাখ্যা করে যে তারা কীভাবে চন্দন কাঠের তেল সংগ্রহ করেছে – রাজ্যে সরবরাহ করা প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি – রাষ্ট্র যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করার তার দায়িত্ব পালন করেনি যে আপীলকারীর এই সত্য সম্পর্কে জ্ঞান ছিল যে পণ্যগুলি উৎসে অবৈধ ছিল – হাইকোর্ট ভুলভাবে উপসংহারে পৌঁছেছে যে ধারা ৬৯ এর ফলাফল একটি অনুমান যা একটি অপরাধের ক্ষেত্রে প্রমাণের বিপরীত বোঝা স্থাপন করে – বিতর্কিত রায় বাতিল করা হয়েছে – কেরালা বনজ পণ্য ট্রানজিট বিধিমালা – বিধি ৩(iii), ২৩ – ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩ – ধারা ৩৭৮।

ফৌজদারি আইন – মেনস রিয়া – রায়: সাধারণত, একটি অনুমান রয়েছে যে প্রতিটি অপরাধে মেনস রিয়া একটি অপরিহার্য উপাদান – সেই অনুমানটি অপরাধ সৃষ্টিকারী আইনের শব্দগুচ্ছ বা যে বিষয়ের সাথে এটি সম্পর্কিত, উভয়টির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে; উভয়ই বিবেচনা করতে হবে – কেরালা বন আইন – আয়কর আইন, ১৯৬১ – ধারা ২৭৮ই – অত্যাবশ্যক পণ্য আইন – ধারা ১০ঙ।

কেরালা বন আইন – ধারা ৬৯ – অধীনে অনুমান – কখন প্রযোজ্য নয় – আলোচিত।

আপীল মঞ্জুর করে, আদালত

স্থির করে: ১.১। কেরালা বনজ পণ্য ট্রানজিট বিধিগুলির বিধি ৩-এ নির্ধারিত আছে যে বিধি দ্বারা নির্ধারিত একটি পাস এর চলাচলের সাথে না থাকলে কেউ কাঠ বা অন্যান্য বনজ পণ্য আমদানি বা

রপ্তানি বা পরিবহন করতে পারবে না। বিধি ৩ (৩) এই ধরনের পাস পাওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করে। বিধি ২৩-এ নির্ধারিত আছে যে বিধির কোনো লঙ্ঘন ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদ বা পাঁচশত টাকা পর্যন্ত জরিমানা, বা উভয় দণ্ড আকর্ষণ করবে।

১.২। বিতর্কিত রায়, যতক্ষণ পর্যন্ত এটি এই অনুমানের উপর ভিত্তি করে যে চন্দন কাঠের তেল বনজ পণ্য, আইনের সঠিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে। বর্তমান মামলায়, আপীলকারী জব্দ করা নিবন্ধগুলির মালিকানা নিয়ে বিতর্ক করেনি। আইনের ধারা ৬৯ অনুমান করে যে, যখন কারও কাছে বনজ পণ্যের দখল পাওয়া যায়, তখন এটি রাষ্ট্র (বা কেন্দ্রীয়) সরকারের অন্তর্গত বলে গণ্য করা হয়। এখন, এই অনুমানটি একটি খণ্ডনযোগ্য অনুমান; এই আদালতের বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত বলেছে যে ভিত্তিগত তথ্য প্রমাণ করার দায়িত্ব, যা অনুমানের জন্ম দেবে, রষ্ট্রপক্ষের উপর বর্তায়। বর্তমান মামলায়, এই বিষয়টি নিয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে পণ্যগুলি আপীলকারীর প্রাঙ্গণ থেকে জব্দ করা হয়েছিল এবং তার অন্তর্গত ছিল। বিমানবন্দর থেকে জব্দ করা পণ্যগুলি বিদেশের গন্তব্যে পাঠানো হওয়ার কথা ছিল। এই পরিস্থিতিতে, এই আদালত এই মত পোষণ করে যে ভিত্তিগত তথ্য, অর্থাৎ বনজ পণ্যের দখল, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে।

নূর আঘা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০০৮) ১৬ এসসিসি ৪১৭; ভোলা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০১১) ১ এসসিসি ৬৫৩; গঙ্গাধর @ গঙ্গরাম বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, ফৌজদারি আপীল নং ৫০৪/২০২০-এ ০৫.০৮.২০২০ তারিখে সুপ্রিম কোর্টের সিদ্ধান্ত – এর উপর নির্ভর করা হয়েছে।

১.৩। চন্দন কাঠের তেল একটি বনজ পণ্য। তবে, ধারা ২৭ (১) (ঘ) - যা অপরাধ নির্ধারণ করে - এবং যা এই মামলায় প্রয়োগ করা হয়েছে, অপরাধীর সচেতন মানসিক অবস্থার দিকে নির্দেশ করে যখন এটি নির্ধারণ করে যে যে কেউ "সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে সরানো কোনো প্রধান বনজ পণ্য জেনে বুঝে গ্রহণ করে বা দখলে রাখে" তাকে নির্ধারিত শাস্তি দেওয়া হবে। ধারা ৬৯ এর অনুমান কোনো সচেতন মানসিক অবস্থা বা আইনসভা কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট অবস্থার অস্তিত্ব আছে বলে বিবেচিত হওয়ার নির্দেশ সম্পর্কিত নয়, বরং সম্পত্তির মালিকানা সম্পর্কিত, অর্থাৎ "বিপরীত প্রমাণিত না হলে এটি রাষ্ট্রের অন্তর্গত"। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ কিছু বিধির বিপরীতে, বর্তমান ক্ষেত্রে

আইন অভিযুক্ত অপরাধীর দোষী মানসিক অবস্থা সম্পর্কে কোনো অনুমান তৈরি করে না। পরিবর্তে, অনুমানের প্রকৃতি হল এটি বনজ পণ্যের মালিকানার সাথে সম্পর্কিত। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির বিষয়টির উপর প্রভাব রয়েছে। সাধারণত, একটি অনুমান রয়েছে যে মেনস রিয়া প্রতিটি অপরাধের একটি অপরিহার্য উপাদান। তবুও, সেই অনুমানটি অপরাধ সৃষ্টিকারী আইনের শব্দগুচ্ছ বা যে বিষয়ের সাথে এটি সম্পর্কিত, উভয়টির দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে; উভয়ই বিবেচনা করতে হবে। অতএব, বর্তমান মামলায়, রাষ্ট্রকে দেখাতে হবে যে বনজ পণ্যটি অবৈধভাবে সরানো হয়েছিল, বা অবৈধভাবে আসামীর দখলে ছিল এবং উভয় ক্ষেত্রেই, এটি তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল। এই ভিত্তিগত তথ্য যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হবে। এর পরে, আসামীকে একটি বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

নাথুলাল বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য এ. আই. আর ১৯৬৬ এস. সি ৪৩; উমাশঙ্কর বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য (২০০১) ৯ এস. সি. সি ৬৪২: [২০০১] ৩ সম্পূরক এস. সি. আর ৬৪৬; রঘুনাথ সিং বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য ১৯৬৭ জে এল. জে ২৩৪ (এস. সি)-এর উপর নির্ভরশীল।

১.৪। রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ দিয়েছে যে জব্দ করা পণ্যগুলিতে আপীলকারীর সংস্থার লেবেল ছিল এবং আরও যে কোনও পরিবহন লাইসেন্স পাওয়া যায়নি। তবে, এটি তার জ্ঞানের মধ্যে বনজ পণ্যের অবৈধ দখল প্রতিষ্ঠা করে না। এখানেই, ধারা ৬৯ এর অনুমান প্রয়োগ করা যায় না; এটি কেবল একটি অনুমান নির্দেশ করে যে বনজ পণ্যটি সরকারের অন্তর্গত। আপীলকারী পণ্যগুলির উৎস এবং কোথা থেকে কেনা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য নথি (৪৫টি চালান এবং রসিদের আকারে) তৈরি করেছিল, যাতে বলা যায় যে সেগুলি ১০৪টি লেনদেনে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সুতরাং, প্রশ্ন হল, ধারা ২৭ (১) (ঘ) এর ক্রিয়াকলাপের মাধ্যমে প্রাথমিক অনুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা। রেকর্ডের প্রমাণে দেখা গেছে যে বিমানবন্দর থেকে জব্দ করা কার্টনগুলি জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যাদির গন্তব্যে যাওয়ার জন্য

নির্ধারিত ছিল। আপীলকারী কর্তৃক উপস্থাপিত রসিদ বা প্রাথমিক প্রমাণ আদালতে প্রদর্শিত হয়নি; বা প্রকৃতপক্ষে, রাষ্ট্র কর্তৃক তেলের বিক্রেতাদের সন্ধান করার মতো কোনো প্রচেষ্টা করা হয়েছিল এবং আপীলকারী কর্তৃক প্রদত্ত প্রমাণ অবিশ্বাস্য ছিল তা দেখানোর জন্য কোনো প্রমাণ দেওয়া হয়নি। রাষ্ট্র কোনো সন্দেহ ছাড়াই প্রমাণ করার তার দায়িত্ব পালন করেনি যে আপীলকারীর এই সত্য সম্পর্কে জ্ঞান ছিল যে পণ্যগুলি উৎসে অবৈধ ছিল।

১.৫। হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে ভুল করেছে যে রাজ্যের অন্তর্গত বনজ পণ্য জব্দ করার অনুমান স্বয়ংক্রিয়ভাবে আসামীর দোষী মানসিক অবস্থার অনুমান ঘটাতে পারে - অন্য কথায়, পণ্য জব্দ করার অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে আপীলকারীর তাদের অবৈধ প্রকৃতি বা উৎস সম্পর্কে সচেতন জ্ঞান ছিল, অথবা আসামীর একটি ট্রানজিট পাসের হিসাব দিতে অক্ষমতা বোঝায় যে তারা অবৈধভাবে পণ্য সংগ্রহ করেছে, এইভাবে ধারা ২৭ আকর্ষণ করে। এই ধরনের যুক্তির লাফ ন্যায়সঙ্গত নয়, কারণ আপীলকারীরা প্রশ্নযুক্ত তেল কীভাবে সংগ্রহ করেছে তা ব্যাখ্যা করে একাধিক নথি সরবরাহ করেছে। সেই উপকরণগুলি (যা তাদের দখলে ছিল) উপস্থাপন করতে এবং সেগুলি বিশ্বাসযোগ্যতা ছাড়া ছিল তা প্রমাণ করতে রাষ্ট্রের অধ্যবসায়ের অভাব, দোষী সাব্যস্ত হতে পারে না। অথবা আদালত প্রতিকূলভাবে এই সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারত না যে জব্দ করা পণ্যগুলির নিলামে আপীলকারীর অংশগ্রহণ এবং তাদের ক্রয় তাদের জড়িত করেছে। এই ধরনের আচরণের জন্য একাধিক কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে তাদের চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ইচ্ছা রয়েছে। এই মামলায় দায়রা আদালত কর্তৃক রেকর্ড করা খালাসের সাথে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ ন্যায্য নয়। হাইকোর্ট ভুলভাবে উপসংহারে পৌঁছেছে যে ধারা ৬৯ এর ফলাফল একটি অনুমান যা একটি অপরাধের ক্ষেত্রে প্রমাণের বিপরীত বোঝা স্থাপন করে - সেই বিধানের সরল পাঠ থেকে এই ধরনের কোনো অনুমান টানা যায় না; এবং ধারা ২৭ (১) (ঘ) পণ্যের প্রকৃতি, অর্থাৎ তাদের অবৈধ উৎস সম্পর্কে সচেতন জ্ঞানের প্রয়োজন, যা রষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে বাধ্য করে। রেকর্ডের উপকরণগুলি দেখায় যে প্রতিরক্ষার দখলে থাকা এবং রাজ্যে সরবরাহ করা প্রমাণ আদালতে উপস্থাপন করা হয়নি, বা সেই বিষয়ে রাজ্যের

যুক্তি প্রমাণ করার জন্য প্রাথমিক প্রমাণও প্রমাণিত হয়নি। বিতর্কিত রায়টি ত্রুটিপূর্ণ এবং বাতিল করা হলো।

সুরেশ লোহিয়া বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য (১৯৯৬) ১০ এস. সি. সি ৩৯৭:৫ সম্পূরক. এস. সি. আর ১৩০-প্রযোজ্য নয়।

ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বনাম পি মহম্মদ আলী ১৯৯৩ সম্পূরক (৩) এস. সি. সি ৬২৭; স্ট্যান্ডার্ড এসেনশিয়াল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার (২০১৮) ১৬ এস. সি. সি ১৮০: [২০১৮] ৩ এস. সি. আর ৫৩২-এর উপর নির্ভরশীল।

ঘুরেলাল বনাম উত্তরপ্রদেশ রাজ্য (২০০৮) ১০ এস. সি. সি ৪৫০: [২০০৮] ১১ এস. সি. আর ৪৯৯-উল্লেখ করা হয়েছে।

মামলা প্রসঙ্গ

[২০০৮] ১১ এসসিআর ৪৯৯	উল্লেখ করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৬
[১৯৯৬] ৫ সম্পূরক এসসিআর ১৩০	প্রযোজ্য নয় বলে গৃহীত	অনুচ্ছেদ ৭
[২০১৮] ৩ এসসিআর ৫৩২	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ৭
[২০০১] ৩ সম্পূরক এসসিআর ৬৪৬	নির্ভর করা হয়েছে	অনুচ্ছেদ ২৪

ফৌজদারি আপীল এখতিয়ার: ২০০৯ সালের ফৌজদারি আপীল নং ৮৩৪।

কেরালা হাইকোর্টের এর্নাকুলামের ১৯.১২.২০০৮ তারিখের রায় ও আদেশ থেকে, ফৌজদারি আপীল নং ৫৫৬/২০০১-এ।

আপীলকারীর পক্ষে রঞ্জিত কুমার, প্রবীণ আইনজীবী, রাজীব কে. গর্গ, আশীষ গর্গ, টি. এল. গর্গ, আইনজীবী।

উত্তরদাতার পক্ষে সি. কে. শশী, আইনজীবী।

আদালতের রায় প্রদান করেন এ

এস. রবীন্দ্র ভট্ট, বিচারপতি

১। বিশেষ অনুমতিক্রমে এই আপীলটি কেরালা হাইকোর্টের[১] একটি রায়কে প্রশ্নবিদ্ধ করে, যা বিজ্ঞ দায়রা বিচারকের রায়কে বাতিল করে এবং ফলস্বরূপ, কেরালা বন আইনের (এরপর "আইন" হিসাবে পরিচিত) ধারা ২৭-এর অধীনে শাস্তিযোগ্য অপরাধের জন্য দোষী সাব্যস্তকরণ এবং শাস্তি (৩ বছরের কারাদণ্ড) পুনরুদ্ধার করে।

২। প্রথম আপীলকারী আপীলকারীর সংস্থার একজন অংশীদার এবং চন্দন কাঠের তেলের প্রস্তুতকারক এবং ব্যবসায়ী বলে দাবি করেন। ১৯৯৪ সালের ৪ জানুয়ারি,

১ ১৯-১২-২০০৮ তারিখে, ফৌজদারি আপীল নং ৫৫৬/২০০১-এ।

তথ্য পাওয়ার পরে, কেরালা বন বিভাগের কর্মকর্তারা কারিপুর বিমানবন্দরে আবেদনকারীদের অন্তর্গত চন্দন কাঠের তেলের ৩৭টি কার্টন বাজেয়াপ্ত করেন। পরে রাজ্য সরকার একটি ফৌজদারি অভিযোগ দায়ের করে, যাতে অভিযোগ করা হয় যে তদন্তের সময় আবেদনকারীদের প্রাঙ্গনে তল্লাশি চালানো হয়েছিল, যার ফলে আরও একটি চন্দন কাঠের তেল বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। আবেদনকারী বনজ পণ্য অবৈধভাবে রাখার অভিযোগ এবং এর চলাচলের বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে তারা চন্দন কাঠের তেল প্রক্রিয়াজাত ও তৈরি করেছিল, যা পরে চারটি ভিন্ন দেশে রফতানি করা হয়েছিল। কেরল বন বিভাগের দায়ের করা অভিযোগে অভিযোগ করা হয়েছে যে চন্দন কাঠের তেল একটি বনজ পণ্য এবং ট্রানজিট লাইসেন্স ছাড়া এর চলাচলও অবৈধ ছিল।

৩। অভিযোগ দায়েরের পর যে ফৌজদারি কার্যক্রম শুরু হয়, তাতে আপীলকারী অপরাধমূলক দায় অস্বীকার করে যুক্তি দেন, অন্যান্য যুক্তির মধ্যে, চন্দন কাঠের তেল বনজ পণ্য নয়, বরং চন্দন কাঠ বনজ পণ্য। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে, যাই হোক না কেন, একটি বৈধ এবং বিদ্যমান লাইসেন্স আপীলকারীকে চন্দন কাঠের তেল তৈরি করার জন্য অনুমোদন দেয়। রষ্ট্রপক্ষ চারজন সাক্ষীকে পরীক্ষা করে; আপীলকারী দুইজন প্রতিরক্ষা সাক্ষীর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে। রেকর্ডে থাকা উপকরণগুলি বিবেচনা করার পরে, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট থামারাসেরি (এরপর "বিচার আদালত" হিসাবে পরিচিত) রায়ের[২] মাধ্যমে আপীলকারীকে অভিযুক্ত হিসাবে দোষী সাব্যস্ত করেন এবং তাকে ২০০০ টাকা জরিমানা দিতে এবং আইনের ধারা ২৭ (১) (ঘ) এর অধীনে তিন বছরের কঠোর কারাদণ্ড এবং কেরালা বনজ পণ্য ট্রানজিট বিধিমালার (এরপর "বিধি" হিসাবে পরিচিত) বিধি ৩ (iii) বিধি ২৩ এর সাথে পঠিত অনুসারে ছয় মাসের কারাদণ্ড দেন।

৪। তার বিরুদ্ধে রেকর্ড করা দোষী সাব্যস্তকরণ এবং আরোপিত শাস্তিতে ক্ষুব্ধ হয়ে, আপীলকারী কোঝিকোড় বিভাগের দায়রা আদালতের (এরপর "দায়রা আদালত" হিসাবে পরিচিত) কাছে যান, যা তার রায়ের[৩] মাধ্যমে বিচার আদালতের সিদ্ধান্তগুলি বাতিল করে দেয়। দায়রা আদালত আপীলকারীর আবেদন গ্রহণ করে এবং কেন্দ্রীয় আবগারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা শংসাপত্রের পরিপ্রেক্ষিতে, কারখানায় চন্দন কাঠের তেলের তার দখলকে অবৈধ বলা যায় না এবং ধারা ২৭ এর অধীনে দোষী সাব্যস্তকরণ তখনই রেকর্ড করা যেতে পারে যদি দেখা যায় যে চন্দন কাঠের তেল অবৈধভাবে বা কোনো সংরক্ষিত বন বা সংরক্ষিত বন হিসাবে গঠিত হওয়ার প্রস্তাবিত এলাকা থেকে অনুমোদন ছাড়াই সরানো হয়েছিল।

৫। হাইকোর্ট, যা এই আপিলটি বিবেচনা করেছিল, দুটি কারণে দায়রা আদালতের রায় বাতিল করে। বিতর্কিত রায়ে বলা

২ তারিখ ১৯.০৮.১৯৯৭

৩ তারিখ ২০.১১.২০০০

হয়েছে যে যদিও আপীলকারীদের চন্দন কাঠের তেল তৈরির লাইসেন্স ছিল, তবুও তারা এত বিপুল পরিমাণ চন্দন কাঠের তেলের দখলের হিসাব দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যখন অভিযুক্ত সংশ্লিষ্ট বা ব্যক্তিকে প্রশ্নযুক্ত অপরাধ সংঘটনের অভিযোগে অভিযুক্ত করা হয়, তখন তাদের চন্দন কাঠের তেল তৈরির জন্য সংগৃহীত এবং ব্যবহৃত কাঁচামালের যথাযথ হিসাব দেখানো বাধ্যতামূলক ছিল। পিডব্লিউ-৪ এর সাক্ষ্যের উপর নির্ভর করে, যিনি বলেছিলেন যে অভিযুক্ত অপরিশোধিত চন্দন কাঠ এবং অপরিশোধিত চন্দন কাঠের তেল (জনপ্রিয়ভাবে 'লাল তেল' নামে পরিচিত) সংগ্রহের তারিখ এবং বিবরণ সরবরাহ করতে ব্যর্থ হয়েছে, আদালত জানায় যে বিচারের সময়ও, আপীলকারী এই কাঁচামালগুলি যাদের কাছ থেকে কেনা হয়েছিল তাদের সম্পর্কে কোনো বিবরণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। প্রতিরক্ষা এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটি ব্যাখ্যা করতে ব্যর্থ হওয়ায় দায়রা আদালতের সিদ্ধান্তগুলি দুর্বল হয়ে পড়ে। আইনের ধারা ৬৯-এর দিকে লক্ষ্য রেখে, যা কোনো নির্দিষ্ট ক্ষেত্রে দখল পাওয়া গেলে অপরাধের অনুমানের নির্দেশ দেয়, হাইকোর্ট জানায় যে অভিযুক্তের সংগৃহীত এবং ব্যবহৃত কাঁচামাল সম্পর্কে একটি হিসাব দেওয়া উচিত ছিল। রাজ্যের এই জমা দেওয়ার দিকে লক্ষ্য রেখে যে ৫৪৩০ কেজি চন্দন কাঠের তেল তৈরি করতে কমপক্ষে ৫৬০০ কিলোগ্রাম অপরিশোধিত চন্দন কাঠের তেলের প্রয়োজন ছিল, যা আবার কমপক্ষে ২০০ মেট্রিক টন চন্দন কাঠ থেকে বের করা প্রয়োজন, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছে যে চন্দন কাঠের তেলের দখলের ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য শুধুমাত্র উৎপাদন লাইসেন্সের উপর নির্ভর করা কোনোভাবেই আপীলকারীকে অপরাধমূলক দায় থেকে মুক্তি দেয় না।

৬। হাইকোর্ট ঘুরেলাল বনাম উত্তর প্রদেশ রাজ্য[৪] মামলায় এই আদালতের একটি সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে বলেছে যে আপিল আদালত কেবলমাত্র উল্লেখযোগ্য এবং বাধ্যতামূলক কারণে খালাসের আদেশে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এটি বলা হয়েছিল যে আপিলকারীর দোষী সাব্যস্ত হওয়ার দায়ে দায়রা আদালতের হস্তক্ষেপকে ন্যায়সঙ্গত করার কোনও জোরালো বা যথেষ্ট কারণ নেই। এরপরে হাইকোর্ট এই উপসংহারে পৌঁছেছিল যে সাধারণ জনগণের কল্যাণে অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্যগুলির পরিপ্রেক্ষিতে আইনের একটি উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা দিতে হবে।

৭। আপিলকারীর পক্ষ থেকে বিজ্ঞ প্রবীণ আইনজীবী শ্রী রঞ্জিত কুমার যুক্তি দেখান যে, হাইকোর্ট এই বিষয়টিকে উপলব্ধি করতে ব্যর্থ হয়েছে যে কোনও অপরাধ তখনই সংঘটিত হয়েছে যখন সেই নিবন্ধটি "বনজ পণ্য"। আইনে সেই শব্দের সংজ্ঞার উপর নির্ভর করে, এটি জমা দেওয়া হয়েছিল

৪ (২০০৮) ১০\) এস. সি. সি ৪৫০

যে ধারা ২(চ)(১)[৫] বিশেষভাবে উল্লেখ করে যে চন্দন কাঠ এমনই একটি পণ্য। তাই, কাঠের তেলের উল্লেখকে "চন্দন কাঠের তেল" অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না। আপীলকারীদের আইনজীবী সুরেশ লোহিয়া বনাম মহারাষ্ট্র রাজ্য[৬] এবং স্ট্যান্ডার্ড এসেনশিয়াল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ বনাম ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার[৭]-এর সাম্প্রতিক রায়ে এই আদালতের সিদ্ধান্তের উপর নির্ভর করে জোর দিয়েছিলেন যে আদালত আইনের পাঠ থেকে সরে গিয়ে আইনের পরিধি প্রসারিত করতে পারে না, বিশেষ করে যদি এতে ফৌজদারি দায়বদ্ধতা আরোপ করা হয়।

৮। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে যেহেতু আপীলকারী প্রমাণ করেছেন যে তার লাল তেল থেকে চন্দন কাঠের তেল তৈরির একটি বৈধ লাইসেন্স ছিল, তাই কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়নি। এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে কেন্দ্রীয় আবগারি বিধি, ১৯৪৪ দ্বারা নির্ধারিত পদ্ধতি অনুসারে আপীলকারী দ্বারা রক্ষিত নথির মাধ্যমে কাঁচামাল অধিগ্রহণ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। ফলস্বরূপ চন্দন কাঠের তেল দখলে কোনো অবৈধতা সংঘটিত হয়েছে বলে অনুমান করা যেত না। মিঃ রঞ্জিত কুমার বলেন যে হাইকোর্ট এটা বুঝতে ভুল করেছে যে আপীলকারীরা চন্দন কাঠের তেল তৈরির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল কোথায় এবং কীভাবে পাওয়া গেছে সে সম্পর্কিত তথ্য সম্বলিত রেজিস্টার যথাযথভাবে বজায় রেখেছিল; এবং যে ব্যক্তি বা সংস্থাগুলি এই ধরনের কাঁচামাল সরবরাহ করেছিল তাদের দ্বারা বিপরীত কোনো প্রমাণের অনুপস্থিতিতে, সমাপ্ত পণ্যটি অবৈধভাবে সংগ্রহ করা চন্দন কাঠ বা চন্দন কাঠ থেকে নিষ্কাশিত লাল তেল থেকে উদ্ভূত হয়েছে বলে কোনো অনুমান টানা যেত না। এটা উল্লেখ করা হয়েছিল যে আপীলকারীরা তাদের ব্যবসার সময় চন্দন কাঠের তেল তৈরির লাইসেন্সের উপর নির্ভর করেছিল এবং বহু বছর ধরে যথাযথ চ্যানেলের মাধ্যমে এটি রপ্তানি করে আসছিল। এর ফলে দেশের মূল্যবান বৈদেশিক মুদ্রা অর্জিত হয়েছে। যদি কোনো অবৈধতা থাকত, তবে এই ধরনের রপ্তানি অনেক আগেই বন্ধ হয়ে যেত।

৯। বিজ্ঞ আইনজীবী বলেন যে, হাইকোর্ট আইনের ২৭ ধারা এবং ৬৯ ধারার মধ্যে পার্থক্য বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে।

৫ ধারা ২ (f) নিম্নরূপ পড়েঃ (চ)"বনজ পণ্য" এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত: (i) নিম্নলিখিতগুলি, তা বনে পাওয়া যাক বা বন থেকে আনা হোক বা না হোক, অর্থাৎ: কাঠ, কাঠকয়লা, কাঠের তেল, আঠা, রজন, প্রাকৃতিক বার্নিশ, ছাল, গালা, চন্দন কাঠ এবং সেগুন কাঠের তন্তু এবং শিকড়; এবং (ii) নিম্নলিখিতগুলি, যখন বনে পাওয়া যায় বা বন থেকে আনা হয়, অর্থাৎ: (ক) গাছ এবং পাতা, ফুল এবং ফল, এবং গাছের অন্যান্য সমস্ত অংশ বা পণ্য যা এখানে পূর্বে উল্লেখ করা হয়নি; (খ) গাছ নয় এমন উদ্ভিদ (ঘাস, লতা, নলখাগড়া এবং শ্যাওলা সহ) এবং এই জাতীয় উদ্ভিদের সমস্ত অংশ বা পণ্য; এবং (গ) রেশম গুটি, মধু এবং মোম; (ঘ) পিট, ভূপৃষ্ঠের মাটি, শিলা এবং খনিজ পদার্থ (চুনাপাথর, ল্যাটেরাইট, খনিজ তেল এবং খনি বা খাদানের সমস্ত পণ্য সহ)।

৬ (১৯৯৬) ১০ এস. সি. সি ৩৯৭

৭ (২০১৮) ১৬ এস. সি. সি ১৮০

এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে ধারা ৬৯ শুধুমাত্র বনজ পণ্যকে বোঝায়, যেখানে ধারা ২৭ সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে সরানো বনজ পণ্যকে বোঝায়। হাইকোর্ট আপীলকারীকে এই বলে দোষী সাব্যস্ত করেছে যে ধারা ৬৯-এর অধীনে অনুমান প্রযোজ্য। আপীলকারী প্রকৃতপক্ষে, তাদের উপর অর্পিত দায়িত্ব পালন করেছে, লাল তেল ক্রয় করা ব্যক্তি এবং সংস্থাগুলির বিবরণ সম্পর্কিত রক্ষিত রেজিস্টারগুলি উপস্থাপন করে। অতএব, রষ্ট্রপক্ষের এই প্রমাণ করার দায়িত্ব ছিল যে এই ধরনের এন্ট্রিগুলি মিথ্যা ছিল। ব্যবসার স্বাভাবিক প্রক্রিয়ায় রক্ষিত হওয়ায়, আদালতগুলি, বিশেষ করে বিচার আদালত এবং হাইকোর্ট, বিবেচনা করতে ব্যর্থ হয়েছে যে রষ্ট্রপক্ষ চন্দন কাঠের তেলের উৎস এবং তাই এর দখলের ভিত্তি অবৈধ ছিল তা প্রমাণ করতে অক্ষম ছিল।

১০। ধারা ২৭ শুধুমাত্র সেখানেই প্রযোজ্য যেখানে আদালত দেখে যে কোনো সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান জেনে বুঝে কোনো বনজ পণ্য গ্রহণ করে বা অবৈধভাবে সরানো কোনো বনজ পণ্যের দখলে থাকে, এই বিষয়টি তুলে ধরে, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জোর দিয়ে বলেন যে এই মামলায় রষ্ট্রপক্ষ কোনটিই প্রমাণ করতে ব্যর্থ হয়েছে। রষ্ট্রপক্ষ কখনোই অভিযোগ করেনি যে আপীলকারী জেনে বুঝে সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে সরানো কোনো বনজ পণ্য গ্রহণ করেছে বা তাদের দখলে ছিল। একইভাবে, তাদের মামলা ছিল না যে সংরক্ষিত বন থেকে কোনো বনজ পণ্য অবৈধভাবে সরানো হয়েছে এবং সেই উদ্দেশ্যে কোনো কার্যক্রম বিচারাধীন ছিল। বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে নিম্ন আদালতগুলি এটা বুঝতে ব্যর্থ হয়েছে যে অভিযোগপত্রে সংরক্ষিত বন থেকে বনজ পণ্যের অবৈধ অপসারণের অভিযোগ করা হয়নি। একইভাবে, চারজন সাক্ষীর সাক্ষ্যে দেখা যায় যে তাদের কেউই দূরবর্তীভাবেও ইঙ্গিত দেয়নি যে পাওয়া বনজ পণ্যটি সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে সরানো হয়েছিল। তদনুসারে, আইনের ধারা ২৭ (১) (ঘ) এর অধীনে অপরাধ গঠনের উপাদানগুলি প্রমাণিত হয়নি।

১১। এটি জোর দিয়ে বলা হয়েছিল যে ধারা ৬৯ একটি অনুমান তৈরি করে যে বনজ পণ্য সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে, যেখানে মালিকানা নিয়ে বিরোধ রয়েছে। একই সময়ে, ধারা ২৭ (১) (ঘ) এটিকে একটি অপরাধ করে যেখানে যে কেউ সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে সরানো বনজ পণ্যের সচেতন দখলে থাকে। এই প্রেক্ষাপটে, এটি যুক্তি দেওয়া হয়েছিল যে আপীলকারীর সংস্থার চন্দন কাঠের তেল তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় আবগারি কর্তৃপক্ষ কর্তৃক জারি করা একটি বৈধ এল-৪ লাইসেন্স রয়েছে। কেরালা জেনারেল সেলস ট্যাক্স অ্যাক্ট, ১৯৬৩ এবং কেন্দ্রীয় বিক্রয় কর আইন, ১৯৫৬-এর অধীনে আপীলকারীর সংস্থার নিবন্ধন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। সংস্থাটির চন্দন কাঠ থেকে চন্দন কাঠের তেল তৈরির কোনো অবকাঠামো ছিল না। অতএব, এটা স্পষ্ট যে বিভাগ প্রমাণ করার জন্য কোনো প্রমাণ দেয়নি যে জড়িত বনজ পণ্যটি প্রকৃতপক্ষে অবৈধভাবে সরানো হয়েছিল। সংস্থাটি তার গুদামে এবং অন্যত্র চন্দন কাঠের তেল দখল এবং লেনদেন করার অধিকারী ছিল।

তাই কোনোভাবেই এটা বলা যায় না যে সংস্থার গুদামে, সেইসাথে বিমানবন্দরে চন্দন কাঠের তেলের দখল অবৈধ বা অননুমোদিত ছিল। তদুপরি, বিজ্ঞ সিনিয়র আইনজীবী জমা দেন যে যদি আপীলকারী কাঁচামাল সংগ্রহের ক্ষেত্রে কোনো অবৈধতায় লিপ্ত থাকত, তবে তাদের রপ্তানির অনুমতি দেওয়া হত না।

১২। রাষ্ট্র যুক্তি দেয় যে এই আদালতের বিতর্কিত রায়ে রেকর্ড করা সিদ্ধান্ত এবং দোষী সাব্যস্তকরণের সাথে হস্তক্ষেপ করা উচিত নয়। এর আইনজীবী, মিঃ সি. শশী, জমা দেন যে চন্দন কাঠের তেল একটি বনজ পণ্য কিনা তা নিয়ে কোনো বিতর্ক হতে পারে না। বিজ্ঞ আইনজীবী ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বনাম পি. মোহাম্মদ আলী[৮] হিসাবে রিপোর্ট করা এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করেন এবং জমা দেন যে স্ট্যান্ডার্ড এসেনশিয়াল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ (উপরোক্ত) এ পরবর্তীকালে দেওয়া সিদ্ধান্তটি প্রকৃতপক্ষে জোর দিয়ে বলে যে, আইনে সংজ্ঞায়িত "বনজ পণ্য" এর মধ্যে চন্দন কাঠের তেল অন্তর্ভুক্ত। রাষ্ট্রের বিজ্ঞ আইনজীবী জমা দেন যে একবার চন্দন কাঠের তেলের দখল নিয়ে কোনো বিরোধ না থাকলে - যেমন এই মামলায় - স্পষ্টতই আপীলকারীর উপর প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় যে এই ধরনের দখল আইনসঙ্গত ছিল, যে বনজ পণ্যটি বৈধ উৎসের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং আইনের পরিপন্থী পদ্ধতিতে নয়।

১৩। বিজ্ঞ আইনজীবী যুক্তি দেন যে আপীলকারীর পক্ষ থেকে শুধুমাত্র এই বিবৃতি যে তারা কাঁচামাল হিসেবে লাল তেল থেকে প্রক্রিয়াজাত বা উৎপাদিত চন্দন কাঠের তেল নিয়ে কাজ করত (যা আবার চন্দন কাঠ থেকে নিষ্কাশিত হয়েছিল), আইন দ্বারা তাদের উপর অর্পিত প্রাথমিক দায়িত্ব পালনের জন্য যথেষ্ট ছিল না। আইনজীবী তুলে ধরেন যে একবার বনজ পণ্যের তাদের দখল প্রতিষ্ঠিত হলে আপীলকারী কেন্দ্রীয় আবগারি রেজিস্টার এবং অন্যান্য রেকর্ডের কিছু এন্ট্রির উপর নির্ভর করে, যাতে ব্যাখ্যা করা যায় যে এই ধরনের নিবন্ধের উৎস বৈধ ছিল। শুধুমাত্র এই নথিগুলি যথেষ্ট ছিল না। ধারা ৬৯-এর অধীনে অনুমান প্রথমে কার্যকর হয় যখন রাষ্ট্র বনজ পণ্যের দখল প্রমাণ করে। এই ক্ষেত্রে, চন্দন কাঠের তেল একটি বনজ পণ্য। বিমানবন্দরে আপীলকারীর চন্দন কাঠের তেল জব্দ করা এবং তাদের প্রাঙ্গণ থেকে ৭৩.৬ কেজি চন্দন কাঠের তেল পরবর্তীকালে তল্লাশি ও জব্দ করার ফলে রাষ্ট্রের উপর অর্পিত ভিত্তিগত দায়িত্ব পালিত হয়। অতএব, ধারা ৬৯ এবং এর দ্বারা প্রণীত অনুমান আকৃষ্ট হয়েছিল। তখন আপীলকারীর উপর এই প্রমাণ করার দায়িত্ব বর্তায় যে বনজ পণ্যটি বৈধভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং তাদের নিবন্ধগুলির উপর আইনসঙ্গত অধিকার ছিল। এটি পুনরায় উল্লেখ করা হয় যে শুধুমাত্র এই বলে যে কিছু ব্যবসায়ী বিভিন্ন পরিমাণে লাল তেল সরবরাহ করেছে, এই দায়িত্ব পালন করা যায় না। ব্যবসায়ীদের, বা তাদের মধ্যে কয়েকজনের

৮ ১৯৯৩ সম্পূরক (৩) এস. সি. সি ৬২৭

সাক্ষী বাক্সে এসে প্রমাণ করা উচিত ছিল যে আপীলকারীর বিবৃতি সঠিক ছিল। আপীলকারী শুধুমাত্র চালান এবং রেজিস্টারগুলির উপর নির্ভর করেছে, যা অপর্যাপ্ত ছিল এবং যথাযথ যাচাইকরণের জন্য সমস্ত বিবরণ সরবরাহ করেনি। বিচার আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে তদন্তকারী কর্মকর্তার জবানবন্দী দ্বারা এই তথ্যগুলি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে এটা বলা যায় না যে আপীলকারী প্রমাণ করার দায়িত্ব পালন করেছে যে বনজ পণ্যটি তাদের দ্বারা বৈধভাবে সুরক্ষিত বা সংগ্রহ করা হয়েছিল এবং এর দখল বৈধ ছিল।

১৪। বিজ্ঞ আইনজীবী ঘুরেলাল (উপরোক্ত) মামলার এই আদালতের রায়ের উপর নির্ভর করে যুক্তি দিয়েছিলেন যে, যদি আপিল আদালত কোনও জোরালো কারণ ছাড়াই এবং রেকর্ডের বিপরীতে, প্রমাণ বা আইনের অপব্যবহারের ভিত্তিতে দোষী সাব্যস্তকরণকে অযৌক্তিকভাবে উল্টে দেয়, তবে হাইকোর্ট এই ধরনের অনুসন্ধানে হস্তক্ষেপ করতে পারে। এই সমস্ত জমা দেওয়ার ভিত্তিতে, রাজ্য এই আদালতকে আবেদন খারিজ করে ট্রায়াল কোর্ট দ্বারা রেকর্ড করা দোষী সাব্যস্তকরণ নিশ্চিত করার আহ্বান জানিয়েছে।

আইনের প্রাসঙ্গিক বিধান

১৫। ধারা ২ (চ) "বন" সংজ্ঞায়িত করে এবং বলেঃ

"২... (চ) "বন" অন্তর্ভুক্ত

(i) নিম্নলিখিতগুলি পাওয়া যায় বা জঙ্গল থেকে আনা হয় বা না হয়, অর্থাৎ-

কাঠ, কাঠকয়লা, কাঠের তেল, আঠা, রজন, প্রাকৃতিক বার্নিশ, ছাল, লাখ, তন্তু এবং চন্দন ও রোজউডের শিকড়; এবং

(ii) নিম্নলিখিতগুলি যখন কোনও বনে পাওয়া যায় বা আনা হয়, অর্থাৎ-

ক) গাছ এবং পাতা, ফুল এবং ফল এবং অন্যান্য সমস্ত অংশ বা এখানে উল্লিখিত নয় এমন গাছগুলির উৎপাদন।

খ) ঘাস, লতা, নল এবং শসা সহ গাছ নয় এমন গাছ এবং এই ধরনের উদ্ভিদের সমস্ত অংশ বা উৎপাদন;

গ) সিল্কের কোকুন, মধু এবং মোম, এবং

ঘ) পিট, পৃষ্ঠের মাটি, পাথর এবং খনিজ (চুনাপাথর, ল্যাটেরাইট সহ), খনিজ তেল এবং খনি বা কোয়ারির সমস্ত পণ্য।

ধারা ২৭ নিম্নরূপ পড়েঃ

"২৭. (১) যে কোনও ব্যক্তি যিনি-

(ক) ধারা ৭ দ্বারা নিষিদ্ধ কোন কাজ করে; অথবা

(খ) সংরক্ষিত বনাঞ্চলে আগুন ধরিয়ে দেয় বা কোনও আগুন এমনভাবে জ্বালিয়ে দেয় বা পুড়িয়ে দেয় যাতে তা বিপন্ন হয়; অথবা

(গ) সংরক্ষিত বন এবং সংরক্ষিত বন গঠনে প্রস্তাবিত জমিতে আগুনের বিস্তার রোধ করার জন্য সতর্কতামূলক ব্যবস্থা না নিয়ে সংরক্ষিত বন এবং সংরক্ষিত বন গঠন করার জন্য প্রস্তাবিত জমি ব্যতীত জঙ্গল বা বনাঞ্চলে আগুন ধরিয়ে দেয়; অথবা

(ঘ) সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে অপসারণ করা কোনও বনজ পণ্য জেনেশুনে গ্রহণ করে বা তার দখলে রাখে; অথবা সংরক্ষিত বন গঠন করার জন্য প্রস্তাবিত কোনও জমি; অথবা

(ঙ) সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বা সংরক্ষিত বন গঠনের জন্য প্রস্তাবিত জমিতে-

(i) চাষের জন্য বা অন্য কোনও উদ্দেশ্যে কোনও জমি চাষ বা সাফ বা ভেঙে দেয় বা কোনও শেড বা অন্যান্য কাঠামো বা গাছ লাগায়; অথবা

(ii) কোনও প্রাচীর, খাদ বাঁধ, বেড়া হেজ বা রেলিং ক্ষতি, পরিবর্তন বা অপসারণ করে; অথবা

(iii) যে কোনও গাছ কাটা, চিহ্ন, লপস, ট্যাপ, উপড়ে ফেলা, পোড়া, করাত, রূপান্তরিত করা বা পড়ে যাওয়া বা কাটা সহ যে কোনও গাছ অপসারণ করা, বা ছাল বা পাতা কেটে ফেলা বা অন্যথায় তার ক্ষতি করা;

(iv) অনধিকার প্রবেশ বা চারণভূমি গবাদি পশু বা অনুমতি দেয় বা গবাদি পশুকে অনধিকার প্রবেশের কারণ করে; অথবা

(v) পাথর খনন, চুন বা কাঠকয়লা পোড়ানো বা কোনও উৎপাদন প্রক্রিয়া বা কোনও বনজ পণ্য সংগ্রহ বা অপসারণ করা; অথবা

(vi) কোনও গাছ কাটার, নল কাটার বা কোনও কাঠ কাটার বা টেনে আনার ক্ষেত্রে অবহেলার কারণে যে কোনও ক্ষতি করে,

"একটি দলের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হবেন যা এক বছরের কম নয় কিন্তু পাঁচ বছর পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে এবং জরিমানা যা এক হাজার টাকার কম নয় কিন্তু পাঁচ

হাজার টাকা পর্যন্ত বর্ধিত হতে পারে, দোষী সাব্যস্তকারী আদালত কর্তৃক বনের ক্ষতির জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের নির্দেশ দেওয়া হতে পারে।"

********** **********

ধারা ৬৯ নিম্নলিখিত শর্তাবলীতে রয়েছেঃ

"৬৯. এই আইনের অধীনে গৃহীত কোনও কার্যধারায় বা এই আইনের অধীনে করা কোনও কাজের ফলস্বরূপ যখন কোনও বনজ পণ্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের সম্পত্তি কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়, তখন বিপরীত প্রমাণ না হওয়া পর্যন্ত, এই জাতীয় পণ্য কেন্দ্রীয় বা রাজ্য সরকারের সম্পত্তি বলে ধরে নেওয়া হবে।"

১৬। বিধিমালার ৩ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে যে, কেউ কাঠ বা অন্যান্য বনজ পণ্য আমদানি বা রপ্তানি করতে পারবে না অথবা পরিবহন করতে পারবে না, যদি না বিধিমালা অনুসারে নির্ধারিত পাস তার চলাচলের সাথে থাকে। বিধিমালার ৩ নম্বর বিধিতে এই ধরনের পাস পাওয়ার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছে। বিধিমালার ২৩ নম্বর বিধিতে বলা হয়েছে যে, বিধিমালা লঙ্ঘনের জন্য ছয় মাস পর্যন্ত মেয়াদের শাস্তি বা পাঁচশো টাকা পর্যন্ত জরিমানা, অথবা উভয় দণ্ড হতে পারে।

১৭। ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বনাম পি মহম্মদ আলী (উপরোক্ত) আইনের যে বিধানগুলি নিয়ে এই আদালত এই মামলায় উদ্বিগ্ন, অর্থাৎ কেরালা বন আইন, সেটিকে এই বক্তব্যের প্রেক্ষাপটে ব্যাখ্যা করা হয়েছিল যে, চন্দন কাঠের তেল "বনজ পণ্য" নয় এবং "কাঠের তেল" অভিব্যক্তিটি গণনা করা জিনিসগুলি (যেমন চন্দন কাঠ, রোজউড, শিকড় ইত্যাদি) ছাড়া অন্য জিনিসগুলির জন্য উল্লেখযোগ্য ছিল এবং আরও যে কাঠের তেল প্রাকৃতিক পণ্যগুলিকে বোঝায় এবং প্রক্রিয়াকরণের মাধ্যমে প্রাপ্ত পণ্যগুলিকে নয়। এই আদালত এই ধরনের ব্যাখ্যাকে প্রতিহত করে এবং বলে যেঃ

"৬। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা আবশ্যক যে ভারতে বিভিন্ন প্রকারের অপরিহার্য তেল রয়েছে, গুরুত্বপূর্ণ তেলগুলির মধ্যে রয়েছে চন্দন তেল, আগর তেল, দেবদারু তেল এবং পাইন তেল, বনভূমি অঞ্চলের জীবন্ত গাছ থেকে নির্গত ওলিও-রেজিন এবং কাঠ তেল ছাড়াও। এই অপরিহার্য তেলগুলি যেকোনো বন কাঠ থেকে পাওয়া যায়। হাইকোর্ট যেমন পর্যবেক্ষণ করেছে, চন্দন বনজ সম্পদ। এমনকি এর শিকড়ও বনজ সম্পদের অন্তর্ভুক্ত। এগুলি আইনের ২(ক) ধারার অর্থ অনুসারে কাঠও। আইনের উদ্দেশ্য হল বনজ সম্পদ সংরক্ষণ করা যা বাস্তুবিদ্যা বজায়

রাখার জন্য অত্যন্ত মূল্যবান। ধারা ২(চ)-এর অধীনে বনজ সম্পদের সংজ্ঞা একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞা। এটি প্রতিষ্ঠিত আইন যে 'অন্তর্ভুক্ত' শব্দটি সাধারণত সম্প্রসারণের শব্দ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। যখন একটি ব্যাখ্যামূলক ধারায় ব্যবহৃত হয়, তখন এটি বিধির মূল অংশে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের অর্থ প্রসারিত করতে চায়। ক্রেইস অন স্ট্যাটিউট ল, ৭ম সংস্করণ, পৃ. ৬৪-তে শব্দ এবং শব্দগুচ্ছের অর্থ গ্রহণের জন্য অনুসরণীয় ব্যাখ্যা উল্লেখ করা হয়েছে।

"সংসদীয় আইনের ব্যাখ্যার মূল নিয়ম হল এই যে, সেগুলিকে আইনের অন্তর্নিহিত অভিপ্রায় অনুসারে ব্যাখ্যা করতে হবে। যদি বিধির শব্দগুলি নিজেরাই সুনির্দিষ্ট এবং দ্ব্যর্থহীন হয়, তবে সেই শব্দগুলিকে তাদের সাধারণ এবং স্বাভাবিক অর্থে ব্যাখ্যা করা ছাড়া আর কিছুর প্রয়োজন নেই। সেক্ষেত্রে শব্দগুলি নিজেরাই আইন প্রণয়নকারীর অভিপ্রায় সবচেয়ে ভালোভাবে ব্যক্ত করে।"

পৃষ্ঠা ২১৪-এ বলা হয়েছে যে একটি ব্যাখ্যামূলক ধারা যা একটি শব্দের অর্থ প্রসারিত করে, তার সাধারণ অর্থ কেড়ে নেয় না। অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞার একটি ব্যাখ্যামূলক ধারা শব্দটিকে তার সাধারণ, জনপ্রিয় এবং স্বাভাবিক অর্থে গ্রহণ করা থেকে বিরত রাখার জন্য নয় যখনই সেই শব্দটি যথাযথভাবে প্রযোজ্য হবে, বরং আইনের ব্যবহৃত শব্দটিকে, যখন প্রসঙ্গে বা বিষয়বস্তুতে বিপরীত কিছু না থাকে, এমন কিছু ক্ষেত্রে প্রয়োগ করার অনুমতি দেওয়ার জন্য যেখানে এটি সাধারণত প্রযোজ্য হত না।... একটি ব্যাখ্যামূলক ধারা অস্পষ্ট বা দ্ব্যর্থবোধক শব্দগুলির ব্যাখ্যা করার উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা উচিত, এবং এমন শব্দগুলির অর্থকে ব্যাহত করার জন্য নয় যা স্পষ্ট। পৃষ্ঠা ২১৬-এ বলা হয়েছে যে একটি ব্যাখ্যামূলক ধারার প্রভাব সম্পর্কিত আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়ম হল যে একটি ব্যাখ্যামূলক ধারাকে একগুচ্ছ শব্দের পরিবর্তে অন্য গুচ্ছ শব্দ স্থাপনকারী হিসাবে বা কঠোরভাবে সংজ্ঞায়িতকারী হিসাবে ধরা উচিত নয় যে শব্দটি সমস্ত পরিস্থিতিতে কী অর্থ বহন করবে, বরং এটি ঘোষণা করা উচিত যে পরিস্থিতির প্রয়োজনে শব্দটির মধ্যে কী কী অন্তর্ভুক্ত থাকতে পারে।

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * *

৮। ধারা ২(চ)-এর অধীনে সংজ্ঞায় 'অন্তর্ভুক্ত' শব্দটি এটাই দেখাবে যে এর সাধারণ অর্থে এবং প্রচলিত ভাষায় যাকে কাঠ তেল বলা হয়, তাকে বাদ দেওয়ার কোনো উদ্দেশ্য ছিল না।শব্দটি কারিগরি এবং একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক সংজ্ঞার অংশ

হওয়ায় এটিকে তার কারিগরি অর্থে তবে সম্পূর্ণভাবে ব্যাখ্যা করতে হবে, এটিকে এমনভাবে সীমাবদ্ধ করা যাবে না যাতে আইনের মূল উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য ব্যর্থ হয়। তেল নিষ্কাশনের প্রক্রিয়াটি সিদ্ধান্তমূলক নয় কারণ তেল প্রাকৃতিকভাবে নিঃসরণের মাধ্যমে বা রাসায়নিক বা যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নিষ্কাশিত হতে পারে এবং চন্দন (সান্তালুম অ্যালবাম) টুকরো টুকরো করে কাটা হয়। বন থেকে সরানো চন্দন গাছের হৃৎকাষ্ঠ এবং শিকড় কারখানার স্তরে কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়, তাও যান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে চন্দন তেল নিষ্কাশনের জন্য। তেল ব্যবহারের উদ্দেশ্য সিদ্ধান্তমূলক নয়। অতএব, আইনে ব্যবহৃত 'কাঠ তেল' শব্দটির উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা প্রয়োজন, যেখানে শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়েছে সেই প্রসঙ্গটি বিবেচনা করে এবং আইনসভা যে উদ্দেশ্য এবং লক্ষ্য পূরণ করতে চায় তা বিবেচনা করে এর অর্থ আবিষ্কার করতে হবে। অভিযুক্ত কর্তৃক আরোপিত সীমাবদ্ধ অর্থ আইনের উদ্দেশ্যকে ব্যর্থ করবে এবং আক্ষরিক ব্যাখ্যা অর্থকে পরাজিত করবে। আইনসভা 'কাঠ তেল' শব্দটিকে সীমাবদ্ধ করতে চায় না এবং আমরা আইনে এমন কোনও বাধ্যবাধকতা খুঁজে পাই না যে শুধুমাত্র ডিপ্টেরোকার্পাস গাছ থেকে প্রাপ্ত তেলকেই কাঠ তেল হিসাবে গণ্য করতে হবে, যেমন অভিযুক্ত দাবি করেছে এবং যা বিজ্ঞ একক বিচারক কর্তৃক গৃহীত হয়েছে। উদ্দেশ্যমূলক ব্যাখ্যা চন্দনের, একটি মূল্যবান বনজ সম্পদ, সংরক্ষণ, অবৈধ কর্তন এবং পরিবহন রোধে সহায়তা করবে এবং চন্দন তেল উৎপাদনকারীদের চন্দন গাছ বা চিপস বা শিকড় ইত্যাদির দখলের জন্য দায়বদ্ধ করবে। কর্ণাটক আইনে অতিরিক্ত সতর্কতা হিসাবে চন্দন তেল অন্তর্ভুক্ত করা এবং দক্ষিণ ভারতে প্রচলিত অন্যান্য আইনে এর অনুপস্থিতি এটিকে তার যথাযথ অর্থ প্রদানে বাধা দেয় না। বিশেষজ্ঞের মতামত উভয় পক্ষের কেবল একটি মতামত প্রমাণ এবং এটি আমাদের ব্যাখ্যায় সাহায্য করে না। এই আদালত আদিত্য মিলস লিমিটেড বনাম ইউনিয়ন অফ ইন্ডিয়া [(১৯৮৮) ৪ এসসিসি ৩১৫]-এর মামলায় অভিধানের অর্থ গ্রহণ করেনি কারণ কেন্দ্রীয় আবগারি ও লবণ আইনে ভুক্তির ব্যাখ্যা করার জন্য এটি কিছুটা বিভ্রান্তিকর নির্দেশিকা হতে পারে। কিষাণ লাল বনাম রাজস্থান রাজ্য [১৯৯০ সম্পূরক এসসিসি ৭৪২], যার একজন সদস্য ছিলাম আমি, সাহাই, বিচারপতি, এই আদালতকে 'চিনি' শব্দটি বিবেচনা করতে হয়েছিল যে রাজস্থান কৃষি পণ্য বিপণন আইন, ১৯৬১-এর অধীনে এটি একটি কৃষি পণ্য কিনা। এই মর্মে বিতর্ক করা হয়েছিল যে

খণ্ডসারী চিনি কৃষি পণ্য নয়। সেই বিতর্ক প্রত্যাখ্যান করে এই আদালত রায় দেয় যে কৃষি পণ্যের মধ্যে তফসিলের অন্তর্ভুক্ত সকল প্রকার উৎপাদন অন্তর্ভুক্ত, তা কৃষি, উদ্যানপালন, পশুপালন বা অন্য কোনো প্রকারের হোক না কেন। কোনো শব্দকে কৃত্রিমভাবেও যোগ বা অন্তর্ভুক্ত করার এবং সংজ্ঞায়িত করার আইনগত ক্ষমতা বাদ দিয়েও, যে সংজ্ঞাটি সম্পূর্ণ নয় বরং অন্তর্ভুক্তিমূলক, সেটি কলকারখানা বা কারখানায় উৎপাদিত কোনো পণ্যকে বাদ দেয় না এবং মাটির উৎপাদিত পণ্যের মধ্যে তার ব্যাপ্তি সীমাবদ্ধ করে না। যদি সেই ব্যাখ্যা হয়, তবে পশুপালনের সমস্ত পণ্য বাদ পড়ে যাবে। এটি "বা অন্য কোনো প্রকার যেমন তফসিলের অন্তর্ভুক্ত" এই অভিব্যক্তিটিকেও উপেক্ষা করে। সেই অনুযায়ী রায় দেওয়া হয়েছিল যে খণ্ডসারী চিনি সেই আইনের অধীনে একটি কৃষি পণ্য...."

১৮। অন্য রায়ে, উভয় পক্ষের উপর নির্ভর করে, অর্থাৎ স্ট্যান্ডার্ড এসেনশিয়াল অয়েল ইন্ডাস্ট্রিজ (উপরোক্ত), সমস্যাটি ছিল যে কেরল বন আইনের ৬১ক ধারার বিধানের ভিত্তিতে চন্দন কাঠের তেল বাজেয়াপ্ত করা যেতে পারে কিনা[৯]। এই আদালত রায় দিয়েছে যে চন্দন কাঠের তেল, যদিও একটি বনজ পণ্য, তার সীমাবদ্ধ শব্দের পরিপ্রেক্ষিতে ৬১এ ধারার বিষয় হতে পারে নাঃ

২১। আইনের ২(চ) ধারায় প্রদত্ত বনজ সম্পদের সংজ্ঞা পাঠ করলে দেখা যায় যে কাঠ, কাঠকয়লা, জ্বালানি কাঠ ব্যতীত এতে কাঠ তেল, আঠা, রজন, প্রাকৃতিক বার্নিশ, গাছের ছাল, চন্দন গাছের শিকড় ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। তবে, ৬১-ক ধারায় "যেকোনো বনজ সম্পদ বা হস্তিদন্ত"-এর পরিবর্তে নির্দিষ্ট শব্দ "কাঠ, কাঠকয়লা, জ্বালানি কাঠ এবং হস্তিদন্ত"-এর ব্যবহার স্পষ্ট করে যে ৬১-ক ধারার অধীনে অস্ত্রশস্ত্র প্রদানের ক্ষেত্রে আইনসভার উদ্দেশ্য কেবল সেখানে উল্লিখিত

৯ সেই বিধান, অর্থাৎ ধারা ৬১এ, ১৯৭৫ সালে রাজ্য বিধানসভা দ্বারা যুক্ত করা হয়েছিল এবং অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে, এমন ক্ষেত্রে অনুসরণ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করা হয়েছিল যেখানে রাজ্য বনজ পণ্য বাজেয়াপ্ত করার পাশাপাশি সম্পত্তি এবং অপরাধ করার জন্য ব্যবহৃত জিনিসগুলি বাজেয়াপ্ত করার উদ্দেশ্যেও ছিল। ধারা ৬১এ-এর উপাদান অংশটি নিম্নরূপঃ

"৬১ক কিছু ক্ষেত্রে বন আধিকারিকদের দ্বারা বাজেয়াপ্তকরণঃ-(১) এই অধ্যায়ের পূর্ববর্তী বিধানে যা কিছুই থাকুক না কেন, যেখানে সরকারের সম্পত্তি কাঠ, কাঠকয়লা, জ্বালানি কাঠ বা হাতির দাঁতের ক্ষেত্রে কোনও বন অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলে মনে করা হয়, সেখানে ৫২ ধারার উপ-ধারা (১) এর অধীনে সম্পত্তি বাজেয়াপ্তকারী আধিকারিক কোনও অযৌক্তিক বিলম্ব ছাড়াই, সমস্ত সরঞ্জাম, ধর্ষণ, শিকল, নৌকা, যানবাহন এবং গবাদি পশু সহ এই ধরনের অপরাধ করতে ব্যবহৃত সমস্ত সরঞ্জাম, গেজেটে প্রজ্ঞাপন দ্বারা সরকার কর্তৃক অনুমোদিত আধিকারিকের সামনে উপস্থাপন করবেন, যা সহকারী বন সংরক্ষকের পদমর্যাদার নিচে নয় (এরপরে অনুমোদিত আধিকারিক হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে)"।

নির্দিষ্ট শ্রেণীর ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং আইনের ২(চ) ধারায় সংজ্ঞায়িত প্রতিটি বনজ সম্পদের জন্য নয়। নিঃসন্দেহে, চন্দন তেল একটি বনজ সম্পদ, তবে আইনের ৬১-ক ধারা কেবল সেখানে উল্লিখিত শ্রেণীগুলির মধ্যেই সীমাবদ্ধ এবং চন্দন তেল বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রদান করে না।

২২। উপরন্তু, আমরা আপিলকারীদের এই যুক্তিতে জোর খুঁজে পাই যে আইনের ৬৯ ধারা কেবল একটি সাক্ষ্যবিধির নিয়ম যা একটি বাধ্যতামূলক ধারণা তৈরি করে যে, অন্যথায় প্রমাণিত না হলে, কোনো বনজ সম্পদ সরকারের সম্পত্তি যদি আইনের অধীনে কোনো পদ্ধতি চলতে থাকে বা আইনের অধীনে কিছু করা হয়। এই ধারাটি কেবল সরকারকে সম্পত্তির উপর তার মালিকানা প্রমাণ করতে সাহায্য করার একটি হাতিয়ার হিসাবে কাজ করে, তবে উক্ত ধারাটিকে সম্পত্তির বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা প্রদানের জন্য ব্যাখ্যা করা যায় না।

(জোর দেওয়া হয়েছে)

১৯। সুরেশ লোহিয়ায় (উপরোক্ত), এই আদালত কাঠকয়লা, মহুয়া ফুল বা খনিজ পদার্থের মতো "প্রকৃতির উপহার" এবং "মানব শ্রমের সহায়তায় উৎপাদিত" পণ্যের মধ্যে পার্থক্য তুলে ধরে একটি অসঙ্গতিপূর্ণ নোট জারি করেছে, যা তার মতে, আইনের অধীনে "বনজ উৎপাদনের" সংজ্ঞায় অন্তর্ভুক্ত ছিল নাঃ

"৭। আইনসভা" "বন-পণ্য" "সংজ্ঞায়িত করেছে, সংজ্ঞায় এমন কিছু পড়া আমাদের পক্ষে অনুমোদিত নয় যা সেখানে নেই। আমরা এই বিষয়ে সচেতন যে বনজ সম্পদ সংরক্ষণ করা প্রয়োজন; তবে, আইন প্রণয়ন করা আমাদের পক্ষে উন্মুক্ত নয়, কারণ একটি আদালত হাতে থাকা মতো কোনও বিষয়ে যা করতে পারে তা হ 'ল কাঁটাচামচ বন্ধ করা; এটি একটি নতুন গঠন বুনতে পারে না। সংজ্ঞায় যদি কোনও ত্রুটি থাকে তবে তা যত্ন নেওয়া সত্যিই আইনসভার দায়িত্ব।"

৮। আমাদের মতে গুজরাট হাইকোর্টের ফতেসিং-এর মামলায় গৃহীত দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক, কারণ যদিও বাঁশ সামগ্রিকভাবে বনজ সম্পদ, যদি মানুষের শ্রমে বাণিজ্যিকভাবে নতুন এবং স্বতন্ত্র কোনো পণ্য তৈরি হয়, যা ব্যবসায়ী মহলে সম্পূর্ণ ভিন্ন বলে পরিচিত, তবে সেই বস্তু এবং পণ্য বনজ সম্পদ থাকবে না। এই অভিব্যক্তির সংজ্ঞা সন্দেহের অবকাশ রাখে না যে এটি এমন কোনো বস্তু বা জিনিসকে অন্তর্ভুক্ত করবে না যা বনজ সম্পদ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন, যার একটি

স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে। বলা যেতে পারে যে যেখানে আইনসভা কোনো শব্দ বা অভিব্যক্তির সংজ্ঞা দেয়, সেখানে আদালতকে সেই সংজ্ঞার দিকে তাকাতে হয়; এর সাধারণ বোঝাপড়া সিদ্ধান্তমূলক হতে পারে না। সুতরাং, স্ট্রোউড'স জুডিশিয়াল ডিকশনারিতে "প্রডিউস" সম্পর্কে যা বলা হয়েছে তা সিদ্ধান্তমূলক হতে পারে না। অতএব, বাঁশ থেকে তৈরি কোনো পণ্য যদি বাণিজ্যিকভাবে তার থেকে ভিন্ন হয় এবং সাধারণভাবে একটি স্বতন্ত্র পণ্য হিসাবে বিবেচিত হয়, তবে তা আইনের ২(৪) ধারায় সংজ্ঞায়িত "বনজ সম্পদ" অভিব্যক্তির অন্তর্ভুক্ত হবে না, যদিও এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকৃতির। বাণিজ্যিক বিশ্বে বাঁশের মাদুরকে বাঁশ থেকে স্বতন্ত্র পণ্য হিসেবে ধরা হয়, যা আমাদের সামনে বিতর্কিত হয়নি এবং যথার্থভাবেই।"

২০। এটি লক্ষণীয় যে সুরেশ লোহিয়া (উপরোক্ত) মামলায় এই আদালত কোনও উল্লেখ করেনি এবং ফরেস্ট রেঞ্জ অফিসার বনাম পি মহম্মদ আলী (উপরোক্ত)-এর কাছে বিজ্ঞাপন দেয়নি। সুরেশ লোহিয়া-র ক্ষেত্রেও আমরা লক্ষ্য করেছি যে এই আদালত "বনজ পণ্য", "কাঠ" এবং "গাছ"-এর মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া ব্যাখ্যা করতে চেয়েছিল এবং এই সিদ্ধান্তে পৌঁছেছিল যে মানব তেল দ্বারা তৈরি পণ্য বা পণ্যগুলি বনজ পণ্য নয়। এই আদালতের অভিমত যে এই পার্থক্যটি আইনের উদ্দেশ্যকে পরাজিত করে, কারণ অবৈধভাবে সংগ্রহ করা বনজ পণ্য, যেমন চন্দন কাঠ, রোজউড বা অন্যান্য বিরল প্রজাতির উপর কাজ করে, যার ফলে প্রয়োজনীয় বনজ উৎপাদনের উপর ভিত্তি করে একটি পণ্য আইনের কঠোরতা থেকে রক্ষা পাবে। অতএব, সুরেশ লোহিয়াকে বাধ্যতামূলক কর্তৃপক্ষ হিসাবে বিবেচনা করা যায় না; এর নির্দেশটি সেই মামলার তথ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ হিসাবে বোঝা উচিত। এই কারণগুলির জন্য, এটি মনে করা হয় যে বিতর্কিত রায়, যতদূর পর্যন্ত এটি এই ধারণার উপর অগ্রসর হয়েছে যে চন্দন কাঠের তেল বনজ পণ্য, আইনের সঠিক মূল্যায়নের উপর ভিত্তি করে।

২১। বর্তমান মামলায়, আপিলকারী বাজেয়াপ্তকৃত জিনিসপত্রের মালিকানা নিয়ে কোনো বিতর্ক করেননি। আইনের ৬৯ ধারা অনুমান করে যে, যখন কোনো বনজ সম্পদ কারো দখলে পাওয়া যায়, তখন তা রাজ্য (বা কেন্দ্রীয়) সরকারের সম্পত্তি বলে গণ্য হবে। এখন, এই অনুমান খণ্ডনযোগ্য; এই আদালতের বেশ কয়েকটি রায়ে বলা হয়েছে যে, যে মৌলিক তথ্যগুলি অনুমানের জন্ম দেবে, তা প্রমাণের ভার অভিযোগকারীর উপর বর্তায়[১০]। বর্তমান মামলায়, এই বিষয়ে কোনো বিতর্ক নেই যে জিনিসপত্র আপিলকারীর প্রাঙ্গণ থেকে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল এবং সেগুলি তার মালিকানাধীন ছিল। বিমানবন্দর থেকে

১০ নূর আঘা বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০০৮) ১৬ এসসিসি ৪১৭; ভোলা সিং বনাম পাঞ্জাব রাজ্য (২০১১) ১ এসসিসি ৬৫৩ এবং গঙ্গাধর @ গঙ্গারাম বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য, ৫ই আগস্ট, ২০২০ তারিখে ফৌজদারি আপিল নং ৫০৪/২০২০-এ দেওয়া রায়।

বাজেয়াপ্তকৃত জিনিসপত্র বিদেশে পাঠানোর জন্য ছিল। এই পরিস্থিতিতে, এই আদালত মনে করে যে মৌলিক তথ্য, অর্থাৎ বনজ সম্পদের দখল, রাষ্ট্র কর্তৃক প্রমাণিত হয়েছে।

২২। পরবর্তী প্রশ্ন হল আপিলকারী প্রমাণ করতে পেরেছেন কিনা যে পণ্যটি যথাযথভাবে সংগ্রহ করা হয়েছিল। তাদের বক্তব্য দুটি অংশে বিভক্ত ছিল: প্রথমত, চন্দন তেল তৈরির জন্য কেন্দ্রীয় আবগারি লাইসেন্সের ধারক হওয়ায়, অভিযোগকারী পক্ষ মামলায় পরাজিত হতে বাধ্য ছিল। আপিলকারী তাদের বিধিবদ্ধ রেজিস্টারগুলির উপর নির্ভর করতে চেয়েছিলেন যা তারা রাখতে বাধ্য ছিল। আরও দাখিল করা হয়েছিল যে তেলটি আপিলকারী কাঁচামাল, অর্থাৎ লাল তেল থেকে তৈরি করেছিলেন, যা তারা অনেক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে কিনেছিলেন যার জন্য প্রায় ৪৫টি ইনভয়েসের উপর নির্ভর করা হয়েছিল। বন কর্তৃপক্ষের কাছে দেওয়া বিবৃতি অনুসারে, তল্লাশি ও বাজেয়াপ্তকরণের সময়, এই কাঁচামাল ১০৪টি লেনদেনের মাধ্যমে অর্জিত হয়েছিল, যেখানে অল্প পরিমাণে লাল তেল কেনা হয়েছিল। পিডব্লিউ-২, বন বিভাগের ফ্লাইং স্কোয়াডের কর্মকর্তা যিনি বিচারের সময় সাক্ষ্য দিয়েছিলেন, জেরা করার সময় বলেছিলেন যে কার্টনগুলি বিমানবন্দরের খোলা জায়গায় রাখা ছিল এবং আপিলকারী সংস্থার লেবেল বহন করছিল। সাক্ষী আরও বলেছিলেন যে পণ্যগুলি বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল কারণ সেগুলি কোথা থেকে এসেছে বা কোথা থেকে কেনা হয়েছে তা জানা যায়নি। তিনি আরও বলেছিলেন যে পণ্যগুলি, অর্থাৎ চন্দন তেলের কার্টনগুলি "এই কারণে বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল যে সেগুলি কোথা থেকে এসেছে তা দেখানোর জন্য কোনও নথি উপস্থাপন করা হয়নি।" আপিলকারীরা অভিযোগ করেছিলেন যে লাল তেল প্রক্রিয়াকরণের জন্য বেশ কয়েকজন ব্যক্তির কাছ থেকে কেনা হয়েছিল এবং বন কর্তৃপক্ষকে বিবরণ সরবরাহ করা হয়েছিল। পিডব্লিউ-৪ এই বিবরণগুলির যাচাইকরণ সম্পর্কে নীরব ছিলেন; তিনি জেরা করার সময় সাধারণভাবে বলেছিলেন যে যে ব্যবসায়ীরা আপিলকারীর কাছে তেল বিক্রি করেছিলেন তাদের ঠিকানা সরবরাহ করা হয়েছিল, তবে অসম্পূর্ণ। দ্বিতীয়ত, এটি অনুরোধ করা হয়েছিল যে অভিযোগকারী পক্ষ এমন কোনও উপাদান উপস্থাপন করেনি যা এই যুক্তিকে সমর্থন করে যে আপিলকারীর তথ্য সন্দেহজনক বা বিশ্বাসযোগ্যতার অভাব ছিল। পিডব্লিউ-৪ আরও বলেছিলেন যে আপিলকারী বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যগুলি রাষ্ট্র কর্তৃক নিলামে ক্রয় করেছিলেন, আদালতে তাদের মুক্তির (অভিযুক্ত/আপিলকারীদের কাছে) আবেদন খারিজ হওয়ার পরে। এই সাক্ষী আরও বলেছিলেন যে চন্দন কাঠ থেকে চন্দন তেলের ফলন ৪% পর্যন্ত হয়।

২৩। এতে কোনো বিতর্ক থাকতে পারে না যে চন্দন তেল একটি বনজ সম্পদ। তবে, ২৭ (১) (ঘ) ধারা – যা অপরাধের কথা বলে এবং যা এই মামলায় প্রয়োগ করা হয়েছে – অপরাধীর সচেতন মানসিক অবস্থার দিকে ইঙ্গিত করে যখন এটি বলে যে যে কেউ "জেনেশুনে কোনো সংরক্ষিত বন থেকে অবৈধভাবে অপসারিত কোনো প্রধান বনজ

সম্পদ গ্রহণ করে বা দখলে রাখে" সে নির্ধারিত শাস্তির অধীন হবে। ৬৯ ধারার অনুমান কোনো সচেতন মানসিক অবস্থা বা আইনসভা কর্তৃক কোনো নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বিদ্যমান বলে গণ্য করার নির্দেশের সাথে সম্পর্কিত নয়, বরং সম্পত্তির মালিকানার সাথে সম্পর্কিত, অর্থাৎ এটি "রাষ্ট্রের অন্তর্গত, যতক্ষণ না বিপরীত প্রমাণিত হয়।"

২৪। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক, কারণ কিছু বিধির বিপরীতে, বর্তমান ক্ষেত্রে আইন অভিযুক্ত অপরাধীর কোনো দোষী মানসিকতা সম্পর্কে অনুমান তৈরি করে না। বরং, অনুমানের প্রকৃতি হল এটি বনজ সম্পদের মালিকানার সাথে সম্পর্কিত। এই গুরুত্বপূর্ণ দিকটির বিষয়ের উপর প্রভাব রয়েছে। প্রয়োজনীয় দুষ্ট অভিপ্রায় মেনস রিয়া ব্যতীত কোনো অপরাধ সংঘটিত হয়েছে বলা যায় কিনা, তা প্রায়শই বিবেচনার জন্য উঠেছে। সাধারণভাবে, একটি অনুমান রয়েছে যে দুষ্ট অভিপ্রায় প্রতিটি অপরাধের একটি অপরিহার্য উপাদান। তবুও, সেই অনুমান অপরাধ সৃষ্টিকারী আইনের শব্দচয়নের দ্বারা বা এটি যে বিষয়ের সাথে সম্পর্কিত তার দ্বারা প্রতিস্থাপিত হতে পারে; উভয়ই বিবেচনা করতে হবে।[১২] এই আদালত, নাথুলাল বনাম মধ্যপ্রদেশ রাজ্য[১৩] মামলায়, সেই প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত পর্যবেক্ষণ করেছে: "অপরাধমূলক কার্যকলাপের জন্য দুষ্ট অভিপ্রায় একটি অপরিহার্য উপাদান। নিঃসন্দেহে কোনো বিধি দুষ্ট অভিপ্রায়ের উপাদান বাদ দিতে পারে, তবে ইংল্যান্ডে গৃহীত এবং ১১ উদাহরণস্বরূপ, আয়কর আইন, ১৯৬১:"ধারা ২৭৮ঙ. (১) এই আইনের অধীনে যে কোনও অপরাধের জন্য যে কোনও মামলায় অভিযুক্তের পক্ষ থেকে দোষী মানসিক অবস্থার প্রয়োজন হয়, আদালত সেই মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব অনুমান করবে তবে অভিযুক্তের পক্ষে এই সত্যটি প্রমাণ করা প্রতিরক্ষা হবে যে সেই রষ্ট্রপক্ষে অপরাধ হিসাবে অভিযুক্ত কাজের ক্ষেত্রে তার কোনও মানসিক অবস্থা ছিল না।

ব্যাখ্যা-এই উপ-ধারায়, 'দোষী মানসিক অবস্থার' মধ্যে কোনও সত্য বা বিশ্বাস বা বিশ্বাস করার কারণ সম্পর্কে উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য বা জ্ঞান অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।(২) এই ধারার উদ্দেশ্যে, একটি সত্য তখনই প্রমাণিত হয় যখন আদালত বিশ্বাস করে যে এটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে বিদ্যমান এবং কেবল তখনই নয় যখন কর্মের ক্রিয়াকলাপের জন্য এর অস্তিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়।অত্যাবশ্যকীয় পণ্য আইনের ধারা ১০ঙ নিম্নরূপ:

"১০ ঙ. দোষী মানসিক অবস্থার অনুমান।(১) এই আইনের অধীনে যে কোনও অপরাধের জন্য যে কোনও মামলায় যার জন্য -এ দোষী মানসিক অবস্থার প্রয়োজন হয়। অভিযুক্তের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, আদালত এই ধরনের মানসিক অবস্থার অস্তিত্ব অনুমান করবে কিন্তু এটি সেই রষ্ট্রপক্ষে অপরাধ হিসাবে অভিযুক্ত আইনের বিষয়ে উল্লেখ করুন।ব্যাখ্যা। এই বিভাগে, "দোষী মানসিক অবস্থার" মধ্যে উদ্দেশ্য, উদ্দেশ্য, ন্যায়বিচার এবং কোনও সত্যকে বিশ্বাস করার বা বিশ্বাস করার কারণের ক্রিয়া অন্তর্ভুক্ত রয়েছে।(২) এই উপধারার উদ্দেশ্যে, একটি সত্য তখনই প্রমাণিত হয় যখন আদালত বিশ্বাস করে যে এটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে রয়েছে১২ শেরাস বনাম ডি রাটজেন (১৮৯৫) ১ কিউবি ৯১৮; মহারাষ্ট্র রাজ্য বনাম মায়ার হান্স জর্জ ১৯৬৫ (১) এসসিআর ১২৩।

১৩ এআইআর ১৯৬৬ এসসি ৪৩

ভারতেও স্বীকৃত ব্যাখ্যার একটি নির্ভরযোগ্য নিয়ম হল কোনো অপরাধ সৃষ্টিকারী বিধিবদ্ধ বিধানকে সাধারণ আইনের সাথে সঙ্গতি রেখে ব্যাখ্যা করা, তার বিপরীতে নয়, যদি না বিধিটি স্পষ্টভাবে বা অনিবার্যভাবে দুষ্ট অভিপ্রায়কে বাদ দেয়। কেবলমাত্র এই সত্য যে বিধির উদ্দেশ্য কল্যাণমূলক কার্যকলাপের প্রচার করা বা কোনো গুরুতর সামাজিক কুপ্রথা নির্মূল করা, তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই প্রশ্নের নির্ণায়ক নয় যে কোনো অপরাধের উপাদানের মধ্যে দোষী মন অন্তর্ভুক্ত কিনা। অনিবার্যভাবে দুষ্ট অভিপ্রায় কোনো বিধি থেকে তখনই বাদ দেওয়া যেতে পারে যখন এটি একেবারে স্পষ্ট হয় যে অন্যথায় বিধির উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন ব্যর্থ হবে। কোনো অপরাধ সৃষ্টিকারী বিধিতে যে ধরনের দুষ্ট অভিপ্রায় নিহিত থাকবে তা আইনের উদ্দেশ্য এবং তার বিধানের উপর নির্ভর করে।"

উমাশঙ্কর বনাম ছত্তিশগড় রাজ্য[১৪] মেনস রিয়ার অস্তিত্বকে নিম্নরূপ তুলে ধরেছেঃ

"৭. ৪৯৮-ক থেকে ৪৯৮-ঙ ধারা জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোটের ক্ষেত্রে বিভিন্ন অর্থনৈতিক অপরাধের সাথে সম্পর্কিত। এই বিধানগুলি প্রণয়নের ক্ষেত্রে আইনসভার উদ্দেশ্য কেবল দেশের অর্থনীতি রক্ষা করাই নয়, মুদ্রা নোট এবং ব্যাংক নোটগুলির পর্যাপ্ত সুরক্ষা প্রদান করাও। ক্রেডিট কার্ড ব্যবস্থার ক্রমবর্ধমান অভ্যস্ততা সত্ত্বেও, মুদ্রা নোটগুলি এখনও আমাদের দেশে বিপুল সংখ্যক মানুষের বাণিজ্যিক লেনদেনের মূল ভিত্তি। তবে এই বিধানগুলি অসাবধানী দখলদার বা ব্যবহারকারীদের শাস্তি দেওয়ার জন্য নয়।

৮. উপরে উদ্‌ধৃত বিধানগুলি পাঠ করলে দেখা যায় যে ৪৯৮-খ এবং ৪৯৮-গ ধারার অধীনে অপরাধের দুষ্ট অভিপ্রায় হল "মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট জাল বা নকল বলে জানা বা বিশ্বাস করার কারণ থাকা"। উপরে উল্লিখিত দুষ্ট অভিপ্রায় ব্যতীত অন্য কোনো ব্যক্তির কাছ থেকে জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোট বিক্রি করা, কেনা বা গ্রহণ করা অথবা অন্য কোনোভাবে ব্যবসা করা বা আসল হিসাবে ব্যবহার করা ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৯৮-খ ধারার অধীনে অপরাধ গঠনের জন্য যথেষ্ট নয়। তেমনিভাবে, উপরে উল্লিখিত দুষ্ট অভিপ্রায় ব্যতীত কেবলমাত্র কোনো জাল বা নকল মুদ্রা নোট বা ব্যাংক নোটের দখল বা এমনকি ব্যবহারের অভিপ্রায় ৪৯৮-গ ধারার অধীনে মামলা রুজু করার জন্য যথেষ্ট নয়।"

১৪ (২০০১) ৯ এস সি সি ৬৪২)

রঘুনাথ সিং বনাম এম. পি. রাজ্য[১৫] মামলায় এই আদালত রায় দিয়েছে যে "জানুন" শব্দটির ব্যবহারের অর্থ হবে অপরাধীর পুরুষত্ব প্রতিষ্ঠিত করতে হবেঃ

"৩৬৮ ধারা "জ্ঞান" এর কথা বলে যখন বলা হয়, "যে ব্যক্তি জানে যে কোনো ব্যক্তিকে অপহরণ করা হয়েছে বা তাকে অপহৃত করা হয়েছে, অন্যায়ভাবে সেই ব্যক্তিকে গোপন করে বা আটকে রাখে..." ভারতীয় দণ্ডবিধি তার বিভিন্ন অংশে দুটি ভিন্ন অভিব্যক্তি ব্যবহার করে। কখনও কখনও অপরাধের মূল বিষয় জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল এবং "জানা" বা "জানিয়া" শব্দগুলি ব্যবহৃত হয় এটি বোঝাতে যে জ্ঞানটি ইতিবাচক প্রমাণ বা পারিপার্শ্বিক প্রমাণের মাধ্যমে প্রমাণ করতে হবে দুষ্ট অভিপ্রায় প্রতিষ্ঠার আগে। কখনও কখনও (উদাহরণস্বরূপ ২১২, ৪১১ ইত্যাদি ধারা দেখুন), "বিশ্বাস করার কারণ আছে" অভিব্যক্তিটি ব্যবহৃত হয়। "জানা" বা "জানিয়া" শব্দগুলি "বিশ্বাস করার কারণ আছে" শব্দগুলির চেয়ে স্পষ্টতই বেশি জোরালো কারণ সেগুলি সেই ব্যক্তির মনে বৃহত্তর মাত্রার নিশ্চিততার উপর জোর দেয় যাকে জানা বা কাজটি জানিয়া করা বলা হয়। যদি প্রমাণে প্রতিষ্ঠিত হয় যে ব্যক্তির সন্দেহ করার বা এমনকি বিশ্বাস করার কারণ আছে যে একটি নির্দিষ্ট পরিস্থিতি বিদ্যমান ছিল, তবে তা যথেষ্ট নয়। যখন এই শব্দগুলি ব্যবহৃত হয়, তখন সন্দেহ বা বিশ্বাসের কারণের চেয়ে বেশি কিছু প্রয়োজন হয়। ৩৬৮ ধারার অধীনে কোনো অপরাধ প্রমাণ করার আগে এটি অবশ্যই প্রতিষ্ঠিত করতে হবে যে অভিযুক্ত জানত যে ব্যক্তিকে অপহরণ বা অপহৃত করা হয়েছে।"

২৫। অতএব, বর্তমান ক্ষেত্রে, রাজ্যকে দেখাতে হয়েছিল যে, বনজ পণ্য অবৈধভাবে অপসারণ করা হয়েছিল, বা অবৈধভাবে অভিযুক্তের দখলে ছিল, এবং উভয় ক্ষেত্রেই, এটি তার জ্ঞানের মধ্যে ছিল। পূর্বে যেমন আলোচনা করা হয়েছে, এই মৌলিক সত্যটি যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হবে। তারপরে, অভিযুক্তকে একটি বিশ্বাসযোগ্য বা যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা স্থাপন করতে হবে।

২৬। রাষ্ট্র নিঃসন্দেহে প্রমাণ দেখিয়েছে যে বাজেয়াপ্ত পণ্যগুলিতে আপিলকারীর ফার্মের লেবেল ছিল এবং আরও যে কোনও পরিবহন লাইসেন্স উপলব্ধ ছিল না। তবে, এটি তার জ্ঞানের মধ্যে বনজ পণ্যের অবৈধ দখলকে প্রতিষ্ঠিত করে না। আদালত এই সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর জন্য, রষ্ট্রপক্ষকে যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে প্রমাণ করতে হয়েছিল যে অভিযুক্ত জেনেশুনে বনজ পণ্য অবৈধভাবে সরিয়ে ফেলেছিল। এখানেই ধারা এর অধীনে অনুমান করা হয়েছে যে ধারা

১৫ ১৯৬৭ জেএলজে ২৩৪ (এসসি)

৬৯ প্রয়োগ করা যাবে না; এটি কেবল একটি অনুমান নির্দেশ করে যে বন উৎপাদন করে সরকারের অন্তর্গত।

২৭। আদালতের মতে, দায়রা আদালতের সিদ্ধান্ত বাতিল করে হাইকোর্টের রায়ে ভুল হয়েছে। দায়রা আদালত স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছিল যে আপিলকারীর এই ব্যাখ্যা যে এল-৪ কেন্দ্রীয় আবগারি লাইসেন্সধারী হিসাবে অন্য কোনো আইন পালনের ক্ষেত্রে তাদের কোনো দায়বদ্ধতা নেই, তা ভুল এবং সম্পূর্ণ অপর্যাপ্ত। আপিলকারী বৈধভাবে আবগারিযোগ্য পণ্য তৈরি করতে পারত, কিন্তু নিয়ন্ত্রিত বা নিয়ন্ত্রিত পণ্য সংগ্রহ বা তাদের সম্পর্কিত অন্যান্য দিক, যেমন সংরক্ষণ, পরিবহন ইত্যাদির জন্য লাইসেন্স বা অনুমতির ক্ষেত্রে অন্যান্য বাধ্যবাধকতা অনুসরণ করার দায় থেকে তারা মুক্তি পায়নি। আপিলকারী পণ্যের উৎস এবং সেগুলি কোথা থেকে কেনা হয়েছিল তা দেখানোর জন্য নথি (৪৫টি ইনভয়েস এবং রসিদের আকারে) দাখিল করেছিল, যাতে বলা যায় যে সেগুলি ১০৪টি লেনদেনের মাধ্যমে সংগ্রহ করা হয়েছিল। সুতরাং, প্রশ্ন হল ২৭ (১) (ঘ) ধারার কার্যকারিতার মাধ্যমে প্রাথমিক অনুমান প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল কিনা। রেকর্ডকৃত প্রমাণে দেখা যায় যে বিমানবন্দর থেকে বাজেয়াপ্ত করা কার্টনগুলি জার্মানি, ফ্রান্স, স্পেন ইত্যাদি গন্তব্যের দিকে যাচ্ছিল। রাজ্যের প্রধান যুক্তি হল যে বিধি অনুসারে কোনো পূর্ব অনুমতি বা ছাড়পত্র ছিল না। ইনভয়েস এবং অন্যান্য নথি যাচাই করা যায়নি, এই কথা বলার পাশাপাশি, রাজ্য তার প্রমাণে স্বাধীনভাবে প্রমাণ করার কোনো চেষ্টা করেনি যে এই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা করা হয়েছিল। আপিলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত রশিদ বা প্রাথমিক প্রমাণ আদালতে প্রদর্শন করা হয়নি; অথবা প্রকৃতপক্ষে, রাজ্যের পক্ষ থেকে তেলের বিক্রেতাদের খুঁজে বের করার জন্য এই ধরনের কোনো প্রচেষ্টা করা হয়েছিল এবং আপিলকারী কর্তৃক দাখিলকৃত প্রমাণ অবিশ্বাস্য ছিল তা দেখানোর জন্য কোনো প্রমাণ পেশ করা হয়নি। এই পরিস্থিতিতে, এটি বলা যায় না যে রাজ্য কোনো সন্দেহ ছাড়াই প্রমাণ করতে পেরেছে যে আপিলকারীর এই বিষয়ে জ্ঞান ছিল যে পণ্যগুলির উৎস অবৈধ।

২৮। আমাদের মতে, হাইকোর্ট এই সিদ্ধান্তে ভুল করেছে যে রাষ্ট্রের মালিকানাধীন বনজ সম্পদ বাজেয়াপ্ত করার অনুমান স্বয়ংক্রিয়ভাবে অভিযুক্তের দোষী মানসিক অবস্থার অনুমানে পরিণত হতে পারে – অন্য কথায়, পণ্য বাজেয়াপ্ত করার অর্থ স্বয়ংক্রিয়ভাবে এই নয় যে আপিলকারীর তাদের অবৈধ প্রকৃতি বা উৎস সম্পর্কে সচেতন জ্ঞান ছিল, অথবা অভিযুক্তের ট্রানজিট পাসের হিসাব দিতে না পারা থেকে বোঝা যায় যে তারা অবৈধভাবে পণ্য সংগ্রহ করেছিল, যার ফলে ২৭ ধারা আকৃষ্ট হয়। যুক্তির এই ধরনের উল্লম্ফন ন্যায়সঙ্গত নয়, কারণ আপিলকারীরা প্রশ্নযুক্ত তেল তারা কীভাবে সংগ্রহ করেছিল তা ব্যাখ্যা করে একাধিক নথি দাখিল করেছিল। রাষ্ট্রের সেই নথিগুলি (যা তাদের

দখলে ছিল) পেশ করতে এবং সেগুলি বিশ্বাসযোগ্য নয় প্রমাণ করতে যথাযথ মনোযোগের অভাবের ফলে দোষী সাব্যস্ত করা যায় না। বাজেয়াপ্তকৃত পণ্যের নিলামে আপিলকারীর অংশগ্রহণ এবং তাদের ক্রয় তাদের দোষী সাব্যস্ত করে, আদালত এমন বিরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারত না। এই ধরনের আচরণের বেশ কয়েকটি কারণ থাকতে পারে, যার মধ্যে চুক্তিভিত্তিক বাধ্যবাধকতা পূরণ করার ইচ্ছা অন্তর্ভুক্ত।

২৯। এই আদালত মনে করে যে এই মামলায় দায়রা আদালত কর্তৃক নথিভুক্ত খালাসের রায়ে হাইকোর্টের হস্তক্ষেপ ন্যায্য নয়। ঘুরে লাল (উপরোক্ত) মামলায় নিঃসন্দেহে এই সুসংগত আইনের পর্যালোচনা করা হয়েছে যে আপিল আদালত শুধুমাত্র এই কারণে নিম্ন আদালতের ফলাফল-এর সাথে হস্তক্ষেপ করবে না যে এটি একটি সম্ভাব্য দৃষ্টিভঙ্গিকে পছন্দ করে, যদি না তা করার জন্য বাধ্যকারী কারণ থাকে। এটি ঠিক সেই ধরনের মামলা যেখানে আপিল হস্তক্ষেপ অযৌক্তিক, এবং যেখানে রাষ্ট্র ফৌজদারি কার্যবিধি, ১৯৭৩-এর অধীনে হাইকোর্টে আপিল করার অধিকারী। তবে, তথ্য অন্য কিছু প্রকাশ করে: প্রথমত, হাইকোর্ট ভুলভাবে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে ৬৯ ধারার ফলস্বরূপ অপরাধের ক্ষেত্রে প্রমাণের বিপরীত বোঝা স্থাপনকারী একটি অনুমান তৈরি হয় – সেই বিধানের সরল পাঠ থেকে এমন কোনো অনুমান টানা যায় না; এবং দ্বিতীয়ত, ২৭ (১) (ঘ) ধারায় পণ্যের প্রকৃতি, অর্থাৎ তাদের অবৈধ উৎস সম্পর্কে সচেতন জ্ঞানের প্রয়োজন, যা যুক্তিসঙ্গত সন্দেহের বাইরে রষ্ট্রপক্ষ কর্তৃক প্রমাণ আবশ্যক করে। পূর্বে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, রেকর্ডের উপাদানগুলি দেখায় যে আসামিপক্ষের দখলে থাকা এবং রাষ্ট্রকে সরবরাহ করা প্রমাণ আদালতে পেশ করা হয়নি, এবং সেই বিষয়ে রাষ্ট্রের বক্তব্যকে সমর্থন করার জন্য প্রাথমিক প্রমাণও প্রমাণ করা হয়নি।

৩০। উপরের আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে, এই আদালতের অভিমত যে বিতর্কিত রায়টি ভুল। সেই অনুযায়ী এটি বাতিল করা হয়েছে। আপিল সফল হয় এবং অনুমোদিত হয়, তবে খরচের বিষয়ে কোনও আদেশ ছাড়াই।

দিব্যা পান্ডে আপিল অনুমোদিত।

১৬ প্রাসঙ্গিক বিধানটি নিম্নরূপঃ

"৩৭৮। খালাসের ক্ষেত্রে আপিল।

(১) উপ-ধারা (২) এ অন্যথায় উল্লেখিত বিধান ব্যতীত এবং উপ-ধারা (৩) এবং (৫) এর বিধান সাপেক্ষে, রাজ্য সরকার, যেকোনো ক্ষেত্রে, পাবলিক প্রসিকিউটরকে নির্দেশ দিতে পারে যে, হাইকোর্ট ব্যতীত অন্য কোনও আদালত কর্তৃক প্রদত্ত মূল বা আপিলের খালাসের আদেশ অথবা রিভিশনে দায়রা আদালত কর্তৃক প্রদত্ত খালাসের আদেশের বিরুদ্ধে হাইকোর্টে আপিল দায়ের করা হোক।

DISCLAIMER

The translated Judgment in vernacular language is meant for the restricted use of the litigant to understand it in his/her language and may not be used for any other purpose. For all practical and official purposes, the English version of the Judgment shall be authentic and shall hold the field for the purpose of execution and implementation.

দাবিত্যাগ

স্থানীয় ভাষায় অনূদিত রায়টি সীমিত ব্যভারের জন্য ও মামলাকারীর সেটি মাতৃ ভাসায় বোঝার জন্য এবং তা অন্যকোনো উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা যাবে না । সমস্ত ব্যবহারিক এবং সরকারী উদ্দেশ্যে , রায়ের ইংরেজি সংস্করণটি প্রামানিক হবে এবং কার্যকারী ও প্রয়োগের উদ্দেশ্যে সেটি প্রযোজ্য হবে ।

Arfa Banerjee